চতুর্থ অধ্যায়

কংসের অত্যাচার

এই অধ্যায়ে আসুরিক বন্ধুদের পরামর্শে কংস কিভাবে শিশুহত্যারূপ নৃশংস কর্মকে হিত বলে বহুমানন করেছিল, তা বর্ণিত হয়েছে।

বসুদেব নিজেকে পূর্বের মতো শৃঙ্খলাবদ্ধ করলে, কারাগারের সমস্ত দ্বারগুলি যোগমায়ার প্রভাবে বন্ধ হয়েছিল, এবং তখন তিনি একটি নবজাত শিশুর মতো ক্রন্দন করতে শুরু করেছিলেন। সেই ক্রন্দন শ্রবণ করে প্রহরীরা জেগে উঠে কংসকে দেবকীর প্রসববার্তা জানিয়েছিল। তা শোনামাত্র কংস প্রবলবেগে সূতিকাগৃহে উপস্থিত হয়েছিল এবং দেবকীর অনেক অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও সে দেবকীর হাত থেকে বলপূর্বক কন্যাটিকে ছিনিয়ে নিয়ে সজোরে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করেছিল। কন্যাটি কিন্তু কংসের হস্তচ্যুত হওয়া মাত্রই ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়ে অষ্টভুজা দুর্গামূর্তিতে প্রকাশিতা হয়েছিলেন। দুর্গাদেবী তখন কংসকে বলেছিলেন, "যে শত্রুর কথা তুমি চিন্তা করছ, তিনি অন্যত্র জন্মগ্রহণ করেছেন। অতএব তোমার শিশুদের হত্যা করার পরিকল্পনা নিষ্ফল হবে।"

দৈববাণী অনুসারে দেবকীর অষ্টম সন্তানের কংসকে বধ করার কথা ছিল, এবং তাই কংস যখন দেখল অষ্টম সন্তানটি একটি কন্যা এবং তাঁর কাছ থেকে সে যখন শুনল যে, তার তথাকথিত শত্রু ইতিমধ্যেই অন্যত্র জন্মগ্রহণ করেছেন, তখন সে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল। সে তখন দেবকী ও বসুদেবকে বন্ধন মুক্ত করেছিল এবং তাঁদের কাছে নিজের অন্যায় স্বীকার করেছিল। দেবকী এবং বসুদেবের পায়ে পড়ে সে ক্ষমাভিক্ষা করেছিল এবং তাঁদের বোঝাতে চেয়েছিল যে, যা কিছু ঘটেছিল তা তাঁদের প্রারব্ধ অনুসারেই ঘটেছে এবং তাঁরা যেন তাঁদের সন্তান বধের জন্য শোক না করেন। দেবকী এবং বসুদেব ছিলেন স্বভাবতই পুণ্যাত্মা, তাই তাঁরা তৎক্ষণাৎ কংসকে ক্ষমা করেছিলেন। কংস তাঁর ভগ্নী এবং ভগ্নীপতিকে প্রসন্ন দেখে নিজের গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিল।

সেই রাত্রি অতিক্রম করলে, কংস তার মন্ত্রীদের ডেকে এনে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেছিল। সেই মন্ত্রীরা, যারা সকলেই ছিল অসুর, তারা কংসকে উপদেশ দিয়েছিল

যে, যেহেতু তার শত্রু ইতিমধ্যেই অন্যত্র জন্মগ্রহণ করেছে, তাই গত দশদিনের মধ্যে কংসের রাজ্যে যে সমস্ত শিশুদের জন্ম হয়েছে, তাদের সকলকে যেন হত্যা করা হয়। দেবতারা যদিও সকলেই কংসের ভয়ে ভীত, তবুও তাঁরা শত্রু; সুতরাং তাঁরাও উপেক্ষণীয় নয়। তাঁদের মূল উৎপাটন করা আবশ্যক, সুতরাং তাঁদের মূল যে বিষ্ণু, তাঁর প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করা কর্তব্য। ব্রাহ্মণ, গাভী, বেদ, তপস্যা, সত্য, দম, শম, শ্রদ্ধা এবং দয়া সবই ব্রহ্মা শিবাদি সমস্ত দেবতাদের মূল বিষ্ণুর শরীর। তাই মন্ত্রীরা উপদেশ দিয়েছিল দেবতা, ঋষি, গাভী, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির প্রতি হিংসা করতে হবে। দুর্মতি কংস দুষ্ট মন্ত্রীদের এই পরামর্শ অনুমোদন করে ব্রাহ্মণদের প্রতি হিংসা করাকেই হিতজনক বলে মনে করেছিল। তাই কংসের আদেশে অসুরেরা ব্রজভূমির সর্বত্র অত্যাচার করতে শুরু করেছিল।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

বহিরন্তঃপুরদ্বারঃ সর্বাঃ পূর্ববদাবৃতাঃ ।
ততো বালধ্বনিং শ্রুত্বা গৃহপালাঃ সমুত্থিতাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **বহিঃ-অন্তঃ-পুরদ্বারঃ**—গৃহের অন্তঃপুরের এবং বাইরের দ্বারসমূহ; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **পূর্ববৎ**—পূর্বের মতো; **আবৃতাঃ**—বন্ধ; **ততঃ**—তারপর; **বাল-ধ্বনিম্**—নবজাত শিশুর ক্রন্দন; **শ্রুত্বা**—শুনে; **গৃহ-পালাঃ**—কারারক্ষকেরা; **সমুত্থিতাঃ**—জেগে উঠেছিল।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তখন গৃহের অভ্যন্তরের এবং বাইরের দ্বারসমূহ পূর্বের মতো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন গৃহবাসীরা, বিশেষ করে কারারক্ষকেরা, নবজাত শিশুর ক্রন্দন শুনে শয্যা থেকে জেগে উঠেছিল।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে যোগমায়ার কার্যকলাপ স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। দেবকী ও বসুদেব কংসের সমস্ত কুটিল ও নৃশংস কার্যকলাপ ক্ষমা করেছিলেন, এবং কংস অনুতপ্ত হয়ে তাঁদের পায়ে পতিত হয়েছিলেন। কারাগারের প্রহরী এবং অন্যরা জেগে ওঠার আগে অনেক ঘটনা ঘটেছিল। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল এবং তিনি গোকুলে

যশোদার গৃহে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। দৃঢ় কপাটগুলি আপনা থেকেই খুলে গিয়েছিল ও বন্ধ হয়েছিল, এবং বসুদেব পূর্ববৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েছিলেন। কারারক্ষকেরা কিন্তু তা একেবারেই জানতে পারেনি। তারা নবজাত শিশু যোগমায়ার ক্রন্দন শুনে কেবল জেগে উঠেছিল।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, প্রহরীরা ছিল কুকুরের মতো। রাত্রিবেলায় রাস্তায় কুকুরেরা প্রহরীদের মতো কার্য করে। একটি কুকুর চিৎকার করলে, অন্য সমস্ত কুকুরেরা তৎক্ষণাৎ তাকে অনুসরণ করে চিৎকার করতে থাকে। যদিও এই সমস্ত কুকুরদের প্রহরীর মতো কার্য করার জন্য কেউ নিযুক্ত করে না, তবুও তারা মনে করে যে, সেই অঞ্চলের রক্ষা করার দায়িত্ব তাদের এবং অপরিচিত কেউ সেখানে প্রবেশ করলেই তারা চিৎকার করতে শুরু করে। যোগমায়া এবং মহামায়া উভয়েই সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ সম্পাদন করেন (*প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ*)। যদিও ভগবানের মায়া ভগবানেরই অধ্যক্ষতায় কার্য করে (*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*), কিন্তু রাজনীতিবিদ্ এবং কূটনীতিবিদ্ প্রভৃতি কুকুরসদৃশ প্রহরীরা মনে করে যে, বাহ্য জগতের বিপদ থেকে তারা তাদের অঞ্চলকে রক্ষা করছে। এটিই হচ্ছে মায়ার কার্য। কিন্তু যিনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত, তিনি কুকুর এবং কুকুরসদৃশ এই জড় জগতের অভিভাবকদের দ্বারা প্রদত্ত সংরক্ষণ থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ২

তে তু তূর্ণমুপব্রজ্য দেবক্যা গর্ভজন্ম তৎ ।
আচখ্যুর্ভোজরাজায় যদুদ্বিগ্নঃ প্রতীক্ষতে ॥ ২ ॥

তে—সমস্ত প্রহরীরা; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **তূর্ণম্**—শীঘ্র; **উপব্রজ্য**—(রাজার) কাছে গিয়ে; **দেবক্যাঃ**—দেবকীর; **গর্ভ-জন্ম**—সন্তানের জন্ম; **তৎ**—সেই (শিশুর); **আচখ্যুঃ**—নিবেদন করেছিল; **ভোজ-রাজায়**—ভোজরাজ কংসকে; **যৎ**—যার; **উদ্বিগ্নঃ**—গভীর উৎকণ্ঠায়; **প্রতীক্ষতে**—(শিশুর জন্মের) প্রতীক্ষা করছিল।

অনুবাদ

তারপর, সমস্ত প্রহরীরা শীঘ্রই ভোজরাজ কংসের কাছে গিয়ে দেবকীর সন্তানের জন্ম সংবাদ প্রদান করেছিল। অত্যন্ত উৎকণ্ঠা সহকারে এই সংবাদের প্রতীক্ষারত কংস তৎক্ষণাৎ তার কার্য সম্পাদনে তৎপর হয়েছিল।

তাৎপর্য

দৈববাণীতে ঘোষিত হয়েছিল যে, দেবকীর অষ্টম সন্তান কংসকে বধ করবে, তাই কংস অত্যন্ত উৎকণ্ঠা সহকারে প্রতীক্ষা করছিল। সে স্বভাবতই জেগে ছিল এবং প্রতীক্ষা করছিল, এবং তাই প্রহরীরা তাকে সেই সংবাদ প্রদান করা মাত্রই সে শিশুটিকে বধ করতে প্রস্তুত হয়েছিল।

শ্লোক ৩

স তল্পাৎ তূর্ণমুত্থায় কালোঽয়মিতি বিহ্বলঃ ।
সূতীগৃহমগাৎ তূর্ণং প্রস্খলন্ মুক্তমূর্ধজঃ ॥ ৩ ॥

সঃ—সে (রাজা কংস); **তল্পাৎ**—শয্যা থেকে; **তূর্ণম্**—শীঘ্র; **উত্থায়**—উঠে; **কালঃ অয়ম্**—আমার মৃত্যু, কাল; **ইতি**—এইভাবে; **বিহ্বলঃ**—বিচলিত; **সূতী-গৃহম্**—সুতিকাগৃহে; **অগাৎ**—গিয়েছিল; **তূর্ণম্**—সত্বর; **প্রস্খলন্**—বিক্ষিপ্ত; **মুক্ত**—বন্ধনমুক্ত; **মূর্ধজঃ**—মাথার চুল।

অনুবাদ

কংস তখন অতি শীঘ্র তাঁর শয্যা থেকে উত্থিত হয়ে চিন্তা করেছিল, "এটি হচ্ছে কাল, যে আমাকে বধ করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছে!" এইভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে কংস মুক্তকেশে শীঘ্রই সূতিকাগৃহে উপস্থিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

কাল শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। যদিও শিশুটি কংসকে বধ করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছিল, তবুও কংস মনে করেছিল যে, শিশুটিকে বধ করার এখনই উপযুক্ত সময় যাতে সে রক্ষা পেতে পারে। *কাল* প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই আর একটি নাম। তিনি যখন সংহার করার উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হন, তখন তাঁকে বলা হয় *কাল*। অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনি কে?" তখন ভগবান বলেছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন *কাল*—মূর্তিমান মৃত্যু। প্রকৃতির নিয়মে যখন অবাঞ্ছিত জনসাধারণের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তখন *কাল* প্রকট হয় এবং ভগবানের ব্যবস্থাপনায় যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি রূপে জনসাধারণ পাইকারী হারে নিহত হয়। তখন নাস্তিক রাজনীতিবিদেরাও ভগবান অথবা দেবতাদের কাছে আত্মরক্ষার

জন্য প্রার্থনা করতে মন্দির, মসজিদ অথবা গির্জায় যায়। তার পূর্বে তারা ভগবানকে অথবা ভগবানের ইচ্ছাকে জানার কোন রকম প্রয়াস করেনি, কিন্তু *কাল* আবির্ভূত হওয়া মাত্রই তারা বলে, "ভগবানের কৃপা"। মৃত্যু হচ্ছে *মহাকাল* বা ভগবানেরই আর একটি রূপ। মৃত্যুর সময় নাস্তিকদের অবশ্যই মহাকালের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়, এবং ভগবান তখন তার সর্বস্ব হরণ করেন (*মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্*) এবং তাকে আর একটি শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয় (*তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ*)। নাস্তিকেরা সেই কথা জানে না, এবং তা জানলেও তারা তা উপেক্ষা করে, যাতে তারা তাদের ইচ্ছা অনুসারে জীবন যাপন করতে পারে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছে যে, তারা কিছুকালের জন্য মহারক্ষক অথবা মহান প্রহরীরূপে আচরণ করলেও, মৃত্যুরূপী কালের আবির্ভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, প্রকৃতির নিয়মে তাদের আর একটি দেহ গ্রহণ করতে হবে। সেই কথা না জেনে, তারা অনর্থক রক্ষী কুকুরের মতো আচরণ করে তাদের সময়ের অপচয় করে এবং ভগবানের কৃপা লাভ করার চেষ্টা করে না। যে সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি*—কৃষ্ণভাবনাহীন মানুষকে নিন্দা করা হয়েছে, কারণ পরবর্তী জীবনে সে কি হবে তা না জেনে, জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বিচরণ করতে থাকে।

শ্লোক ৪

তমাহ ভ্রাতরং দেবী কৃপণা করুণং সতী ।
সুষেয়ং তব কল্যাণ স্ত্রিয়ং মা হন্তুমর্হসি ॥ ৪ ॥

তম্—কংসকে; **আহ**—বলেছিলেন; **ভ্রাতরম্**—তাঁর ভ্রাতা; **দেবী**—মাতা দেবকী; **কৃপণা**—অসহায়ভাবে; **করুণম্**—কাতরভাবে; **সতী**—সতী; **সুষা ইয়ম্ তব**—এই কন্যা তোমার পুত্রবধূ হবে; **কল্যাণ**—হে মঙ্গলময়; **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রী; **মা**—না; **হন্তুম্**—হত্যা করা; **অর্হসি**—তোমার উচিত।

অনুবাদ

অসহায় দেবকী কাতরভাবে কংসের কাছে আবেদন করেছিলেন—হে ভ্রাতা, তোমার কল্যাণ হোক। এই কন্যাটিকে হত্যা করো না। সে ভবিষ্যতে তোমার পুত্রবধূ হবে। স্ত্রীহত্যা করা তোমার উচিত নয়।

তাৎপর্য

কংস পূর্বে দেবকীকে হত্যা করা থেকে বিরত হয়েছিল, কারণ সে মনে করেছিল যে স্ত্রী হত্যা করা উচিত নয়, বিশেষ করে তিনি যখন গর্ভবতী। কিন্তু এখন মায়ার প্রভাবে সে কেবল স্ত্রীহত্যা করতেই প্রস্তুত ছিল না, সে এক অসহায় নবজাত শিশুকেও হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। দেবকী তাঁর ভ্রাতাকে এই ভয়ঙ্কর পাপকর্ম থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁকে বলেছিলেন, "একটি শিশুকন্যাকে হত্যা করার মতো নৃশংস কর্ম করো না। তোমার সর্বতোভাবে কল্যাণ হোক।" অসুরেরা পাপ-পুণ্যের বিচার না করে, তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে যে কোন কর্ম করতে প্রস্তুত থাকে। কিন্তু, পক্ষান্তরে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জন্ম দান করার ফলে সর্বতোভাবে সুরক্ষিত দেবকী অন্য একজনের কন্যাকে রক্ষা করতে আকুল হয়েছিলেন। সেটি তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।

শ্লোক ৫

বহবো হিংসিতা ভ্রাতঃ শিশবঃ পাবকোপমাঃ ।
ত্বয়া দৈবনিসৃষ্টেন পুত্রিকৈকা প্রদীয়তাম্ ॥ ৫ ॥

বহবঃ—বহু; **হিংসিতাঃ**—মাৎসর্যবশত হত্যা করেছ; **ভ্রাতঃ**—হে ভ্রাতঃ; **শিশবঃ**—শিশুদের; **পাবক-উপমাঃ**—অগ্নির মতো উজ্জ্বল এবং সুন্দর; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **দৈব-নিসৃষ্টেন**—দৈববাণীর দ্বারা উক্ত; **পুত্রিকা**—কন্যা; **একা**—একটি; **প্রদীয়তাম্**—তুমি আমাকে উপহার-স্বরূপ দান কর।

অনুবাদ

হে ভ্রাতঃ, দৈবের প্রেরণায় তুমি অগ্নির মতো উজ্জ্বল এবং সুন্দর আমার পুত্রদের হত্যা করেছ। এই কন্যাটিকে দয়া করে তুমি হত্যা করো না। একে উপহার-স্বরূপ আমাকে প্রদান কর।

তাৎপর্য

এখানে আমরা দেখতে পাই যে, দেবকী তাঁর পুত্রদের বধ করার হিংসাত্মক কর্মের প্রতি কংসের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। তারপর তিনি এই বলে তার সঙ্গে মীমাংসা করতে চেয়েছিলেন যে, সে যা করেছিল তাতে তার দোষ ছিল না, তা

ছিল দৈবের বিধান। তারপর তিনি তার কাছে আবেদন করেছিলেন, সেই কন্যাটিকে উপহার-স্বরূপ তাঁকে দান করতে। দেবকী ছিলেন ক্ষত্রিয়কন্যা, এবং কিভাবে রাজনৈতিক চাল চালতে হয়, তা তিনি জানতেন। রাজনীতিতে সাফল্য লাভের পন্থা হচ্ছে—সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড। দেবকী প্রথমে নিষ্ঠুরভাবে শিশুহত্যার জন্য কংসকে আক্রমণ করেছিলেন। তারপর তিনি এই বলে তার সঙ্গে মীমাংসা করেছিলেন যে, সেটি তার দোষ ছিল না, এবং তারপর তিনি উপহার ভিক্ষা করেছিলেন। মহাভারতের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, ক্ষত্রিয়-কন্যারা রাজনীতি জানতেন, কিন্তু তাঁদের রাষ্ট্রপ্রধানের পদ অধিকার করার কোন দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই না। *মনুসংহিতার* নির্দেশ অনুসারে স্ত্রীলোকদের রাজনৈতিক পদ প্রদান করা নিষিদ্ধ, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান যুগের মানুষেরা *মনুসংহিতাকে* অবজ্ঞা করছে, এবং আর্যরা বা বৈদিক সমাজের সদস্যরা কিছুই করতে পারছেন না। এটিই কলিযুগের অবস্থা।

বিধির বিধান ব্যতীত কোন কিছুই হয় না।

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্যধঃ ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্বত্র গভীররংহসা ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৫/১৮)

দেবকী ভালভাবেই জানতেন যে, বিধির বিধান অনুসারেই তাঁর সন্তানদের মৃত্যু হয়েছে, তাই কংসকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। কংসকে সদুপদেশ দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। *উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে* (*চাণক্য পণ্ডিত*)। মূর্খকে যদি সদুপদেশ দেওয়া হয়, তা হলে সে আরও ক্রুদ্ধ হয়। অধিকন্তু, নিষ্ঠুর ব্যক্তি সর্পের থেকে ভয়ঙ্কর। সর্প এবং খল উভয়েই নিষ্ঠুর, কিন্তু খল ব্যক্তি সর্পের থেকেও ভয়ঙ্কর কারণ মন্ত্রের দ্বারা সর্পকে বশীভূত করা যায়, কিন্তু নিষ্ঠুর ব্যক্তিকে কোন উপায়েই বশীভূত করা যায় না। কংসের স্বভাব এই রকমই ছিল।

শ্লোক ৬

নন্বহং তে হ্যবরজা দীনা হতসুতা প্রভো ।
দাতুমর্হসি মন্দায়া অঙ্গেমাং চরমাং প্রজাম্ ॥ ৬ ॥

ননু—কিন্তু; **অহম্**—আমি; **তে**—তোমার; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অবরজা**—কনিষ্ঠা ভগ্নী; **দীনা**—নিঃসহায়া; **হত-সুতা**—সমস্ত সন্তানবিহীনা; **প্রভো**—হে প্রভু; **দাতুম্ অর্হসি**—তোমার (উপহার-স্বরূপ) দান করা উচিত; **মন্দায়া**—দুর্ভাগা আমাকে; **অঙ্গ**—হে ভ্রাতঃ; **ইমাম্**—এই; **চরমাম্**—শেষ; **প্রজাম্**—সন্তান।

অনুবাদ

হে প্রভো, হে ভ্রাতঃ, সন্তানবিহীনা হওয়ার ফলে আমি অত্যন্ত দীনা, কিন্তু তবুও আমি তোমার কনিষ্ঠা ভগ্নী, এবং তাই আমার এই শেষ সন্তানটিকে তোমার উপহার-স্বরূপ প্রদান করা উচিত।

শ্লোক ৭

শ্রীশুক উবাচ

উপগুহ্যাত্মজামেবং রুদত্যা দীনদীনবৎ ।
যাচিতস্তাং বিনির্ভর্ৎস্য হস্তাদাচিচ্ছিদে খলঃ ॥ ৭ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **উপগুহ্য**—আলিঙ্গন করে; **আত্মজাম্**—তাঁর কন্যাকে; **এবম্**—এইভাবে; **রুদত্যা**—ক্রন্দনরতা দেবকী; **দীন-দীনবৎ**—অত্যন্ত কাতরভাবে; **যাচিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **তাম্**—তাঁর (দেবকীর); **বিনির্ভর্ৎস্য**—ভর্ৎসনা করে; **হস্তাৎ**—তাঁর হাত থেকে; **অচিচ্ছিদে**—বলপূর্বক শিশুটিকে ছিনিয়ে নিয়েছিল; **খলঃ**—সেই অতি দুরাত্মা কংস।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে কন্যাটিকে আলিঙ্গন করে কাতরভাবে ক্রন্দন করতে করতে দেবকী কংসের কাছে সেই শিশুটির জন্য প্রার্থনা করলেও দুরাত্মা কংস তাঁকে ভর্ৎসনা করে তাঁর হাত থেকে কন্যাটিকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছিল।

তাৎপর্য

দেবকী যদিও এক অতি দীন রমণীর মতো ক্রন্দন করছিলেন তবুও তিনি দীন ছিলেন না, এবং তাই এখানে *দীনবৎ* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, অতএব তাঁর থেকে ভাগ্যবান আর কে হতে পারে? এমন কি দেবতারা পর্যন্ত দেবকীর বন্দনা করতে এসেছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি

একজন দীন রমণীর ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন, কারণ তিনি যশোদার কন্যাটিকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

তাং গৃহীত্বা চরণয়োর্জাতমাত্রাং স্বসুঃ সুতাম্ ।
অপোথয়চ্ছিলাপৃষ্ঠে স্বার্থোন্মূলিতসৌহৃদঃ ॥ ৮ ॥

তাম্—শিশুটিকে; **গৃহীত্বা**—বলপূর্বক গ্রহণ করে; **চরণয়োঃ**—দুই পায়ের দ্বারা; **জাত-মাত্রম্**—নবজাত শিশুটিকে; **স্বসুঃ**—তার ভগ্নীর; **সুতাম্**—কন্যা; **অপোথয়ৎ**—বলপূর্বক নিক্ষেপ করেছিল; **শিলা-পৃষ্ঠে**—পাথরের উপর; **স্ব-অর্থ-উন্মূলিত**—বিকট স্বার্থের বশীভূত হয়ে সমূলে উৎপাটিত করেছিল; **সৌহৃদঃ**—সমস্ত বন্ধুত্ব অথবা আত্মীয়তা।

অনুবাদ

বিকট স্বার্থের বশবর্তী হয়ে কংস তার ভগ্নীর সঙ্গে সমস্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক সমূলে উৎপাটিত করেছিল। সে তখন সদ্যোজাতা ভাগিনীকে চরণযুগলে ধারণ করে সবলে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করেছিল।

শ্লোক ৯

সা তদ্ধস্তাৎ সমুৎপত্য সদ্যো দেব্যম্বরং গতা ।
অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজা ॥ ৯ ॥

সা—সেই কন্যাটি; **তৎ-হস্তাৎ**—কংসের হাত থেকে; **সমুৎপত্য**—ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **দেবী**—দেবীরূপে; **অম্বরম্**—আকাশে; **গতা**—গমন করেছিলেন; **অদৃশ্যত**—দেখা গিয়েছিল; **অনুজা**—কনিষ্ঠা ভগ্নী; **বিষ্ণোঃ**—ভগবানের; **স-আয়ুধা**—অস্ত্র সমন্বিতা; **অষ্ট**—আট; **মহাভুজা**—মহাশক্তিশালী বাহু সমন্বিতা।

অনুবাদ

সেই কন্যাটি অর্থাৎ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কনিষ্ঠা ভগ্নী যোগমায়া দেবী কংসের হাত থেকে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে আকাশে অস্ত্রযুক্ত অষ্টমহাভুজা দুর্গাদেবীরূপে প্রকাশিতা হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কংস সেই শিশু-কন্যাটিকে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যেহেতু সেই কন্যাটি ছিলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কনিষ্ঠা ভগ্নী যোগমায়া, তাই তিনি কংসের হাত থেকে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে দুর্গাদেবীর রূপ ধারণ করেছিলেন। এখানে *অনুজা* শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ যখন দেবকী থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে তিনি নিশ্চয়ই যশোদার পুত্ররূপেও জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তা না হলে যোগমায়াকে ভগবানের *অনুজা* বা কনিষ্ঠা ভগ্নী কেন বলা হল?

শ্লোক ১০-১১

দিব্যস্রগম্বরালেপরত্নাভরণভূষিতা ।
ধনুঃশূলেষুচর্মাসিশঙ্খচক্রগদাধরা ॥ ১০ ॥
সিদ্ধচারণগন্ধর্বৈরপ্সরঃ কিন্নরোরগৈঃ ।
উপাহৃতোরুবলিভিঃ স্তূয়মানেদমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥

দিব্য-স্রক্-অম্বর-আলেপ—তিনি তখন চন্দন, ফুলমালা এবং সুন্দর বসনে বিভূষিতা দেবীরূপ ধারণ করেছিলেন; **রত্ন-আভরণ-ভূষিতা**—বহুমূল্য রত্নখচিত অলঙ্কারে বিভূষিতা; **ধনুঃ-শূল-ইষু-চর্ম-অসি**—ধনুক, ত্রিশূল, বাণ, ঢাল এবং তরবারি সমন্বিতা; **শঙ্খ-চক্র-গদা-ধরা**—বিষ্ণুর অস্ত্র শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্মধারী; **সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্বৈঃ**—সিদ্ধ, চারণ এবং গন্ধর্বদের দ্বারা; **অপ্সরঃ-কিন্নর-উরগৈঃ**—এবং অপ্সরা, কিন্নর এবং উরগদের দ্বারা; **উপাহৃত-উরু-বলিভিঃ**—যাঁরা তাঁর জন্য সব রকম উপহার নিয়ে এসেছিলেন; **স্তূয়মানা**—বন্দিত হয়ে; **ইদম্**—এই কথাগুলি; **অব্রবীৎ**—তিনি বলেছিলেন।

অনুবাদ

দুর্গাদেবী ফুলের মালা, চন্দন, সুন্দর বসন এবং বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা ছিলেন। তিনি তাঁর হস্তে ধনুক, ত্রিশূল, বাণ, ঢাল, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ করেছিলেন, এবং অপ্সরা, কিন্নর, উরগ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব আদি স্বর্গলোকবাসীরা তাঁর পূজার জন্য বিবিধ উপকরণ প্রদান করে তাঁর বন্দনা করেছিলেন। তিনি তখন এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ১২

কিং ময়া হতয়া মন্দ জাতঃ খলু তবান্তকৃৎ ।
যত্র ক্ব বা পূর্বশত্রুর্মা হিংসীঃ কৃপণান্ বৃথা ॥ ১২ ॥

কিম্—কি প্রয়োজন; **ময়া**—আমাকে; **হতয়া**—হত্যা করে; **মন্দ**—হে মূর্খ; **জাতঃ**—ইতিমধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে; **খলু**—বস্তুতপক্ষে; **তব অন্তকৃৎ**—যে তোমাকে বধ করবে; **যত্র ক্ব বা**—অন্য কোথাও; **পূর্ব-শত্রুঃ**—তোমার পূর্ব শত্রু; **মা**—করিস্ না; **হিংসীঃ**—হত্যা; **কৃপণান্**—দীন শিশুদের; **বৃথা**—অনর্থক।

অনুবাদ

ওরে মহামূর্খ কংস! আমাকে বধ করে তোর কি লাভ হবে? তোর চিরশত্রু ভগবান যিনি অবশ্যই তোকে বধ করবেন, তিনি ইতিমধ্যেই অন্যত্র জন্মগ্রহণ করেছেন। অতএব নিরর্থক দীন শিশুদের হত্যা করিস্ না।

শ্লোক ১৩

ইতি প্রভাষ্য তং দেবী মায়া ভগবতী ভুবি ।
বহুনামনিকেতেষু বহুনামা বভূব হ ॥ ১৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **প্রভাষ্য**—বলে; **তম্**—কংস; **দেবী**—দুর্গাদেবী; **মায়া**—যোগমায়া; **ভগবতী**—ভগবানের মতো অসীম শক্তি সমন্বিতা; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **বহু-নাম**—বিভিন্ন নামের; **নিকেতেষু**—বিভিন্ন স্থানে; **বহু-নামা**—বিভিন্ন নাম; **বভূব**—হয়েছিলেন; **হ**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

কংসকে এই কথা বলে, দুর্গাদেবী বা যোগমায়া বারাণসী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে অন্নপূর্ণা, দুর্গা, কালী, ভদ্রা আদি বিবিধ নামে বিখ্যাতা হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

দুর্গাদেবী কলকাতায় কালী, মুম্বাইয়ে মুম্বাদেবী, বারাণসীতে অন্নপূর্ণা, কটকে ভদ্রকালী এবং আমেদাবাদে ভদ্রা নামে বিখ্যাতা। এইভাবে বিভিন্ন স্থানে তিনি বিভিন্ন নামে পরিচিতা। তাঁর ভক্তদের শাক্ত বা ভগবানের শক্তির উপাসক বলা

হয়, আর স্বয়ং ভগবানের উপাসকদের বলা হয় বৈষ্ণব। বৈষ্ণবেরা চিৎ-জগতে ভগবদ্ধামে ফিরে যান, কিন্তু শাক্তরা এই জগতে অবস্থান করে বিবিধ প্রকার জড় সুখ উপভোগ করে। জড় জগতে জীবকে বিভিন্ন প্রকার শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়। *ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া* (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬১)। জীবের বাসনা অনুসারে যোগমায়া বা মায়া বা দুর্গাদেবী তাকে এক বিশেষ শরীর প্রদান করেন, যাকে এখানে যন্ত্র বলা হয়েছে। কিন্তু যে সমস্ত জীব চিৎ-জগতে উন্নীত হন, তাদের আর এই জড় জগৎরূপী কারাগারে জড় দেহের বন্ধনে বন্দী হতে হয় না (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*)। *জন্ম নৈতি* পদটি ইঙ্গিত করে যে, এই সমস্ত জীবেরা ভগবানের সঙ্গে চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করার জন্য বৈকুণ্ঠ এবং বৃন্দাবনে ভগবানের চিন্ময় ধামে তাঁদের স্বরূপে অবস্থান করেন।

শ্লোক ১৪

তয়াভিহিতমাকর্ণ্য কংসঃ পরমবিস্মিতঃ ।
দেবকীং বসুদেবং চ বিমুচ্য প্রশ্রিতোঽব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥

তয়া—দুর্গাদেবীর দ্বারা; **অভিহিতম্**—উক্ত বাক্য; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **কংসঃ**—কংস; **পরম-বিস্মিতঃ**—অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে; **দেবকীম্**—দেবকীকে; **বসুদেবম্ চ**—এবং বসুদেবকে; **বিমুচ্য**—তৎক্ষণাৎ মুক্ত করে; **প্রশ্রিতঃ**—অত্যন্ত বিনীতভাবে; **অব্রবীৎ**—বলেছিল।

অনুবাদ

দুর্গাদেবীর সেই বাণী শ্রবণ করে কংস অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিল। সে তখন তার ভগ্নী এবং ভগ্নীপতি বসুদেবকে বন্ধন মুক্ত করে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলেছিল।

তাৎপর্য

দুর্গাদেবী দেবকীর কন্যারূপে আবির্ভূতা হয়েছেন দেখে কংস অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিল। দেবকী ছিলেন মানবী, তা হলে দুর্গাদেবী কি করে তাঁর কন্যা হলেন? সেটি তার আশ্চর্যের একটি কারণ ছিল। অধিকন্তু দেবকীর অষ্টম সন্তান কন্যা হল কি করে? সেই কারণেও সে বিস্মিত হয়েছিল। অসুরেরা সাধারণত মা দুর্গা, শক্তি অথবা দেবতাদের, বিশেষ করে শিবের ভক্ত। অস্ত্রধারিণী অষ্টভুজারূপে দুর্গাদেবীর আবির্ভাবের ফলে, তৎক্ষণাৎ কংসের মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছিল,

এবং সে বুঝতে পেরেছিল যে, দেবকী কোন সাধারণ মানবী নন। দেবকী নিশ্চয় কিছু দিব্যগুণে গুণান্বিতা ছিলেন; তা না হলে তাঁর গর্ভে দুর্গাদেবীর জন্ম হল কি করে? এই পরিস্থিতিতে, অত্যন্ত বিস্মিত কংস তার ভগ্নী দেবকীর প্রতি তার নৃশংসতার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করতে চেয়েছিল।

শ্লোক ১৫

অহো ভগিন্যহো ভাম ময়া বাং বত পাপ্মনা ।
পুরুষাদ ইবাপত্যং বহবো হিংসিতাঃ সুতাঃ ॥ ১৫ ॥

অহো—হায়; **ভগিনি**—হে প্রিয় ভগ্নী; **অহো**—হায়; **ভাম**—হে প্রিয় ভগ্নীপতি; **ময়া**—আমার দ্বারা; **বাম্**—তোমাদের; **বত**—বস্তুতপক্ষে; **পাপ্মনা**—পাপকর্মের ফলে; **পুরুষ-অদঃ**—নরখাদক রাক্ষস; **ইব**—সদৃশ; **অপত্যম্**—সন্তান; **বহবঃ**—বহু; **হিংসিতাঃ**—নিহত হয়েছে; **সুতাঃ**—পুত্রগণ।

অনুবাদ

হায় ভগিনী! হায় ভগ্নীপতি! আমি এতই পাপী যে, রাক্ষসেরা যেমন নিজেদের সন্তান ভক্ষণ করে, আমিও তেমন তোমাদের বহু সন্তানকে হত্যা করেছি।

তাৎপর্য

রাক্ষসেরা তাদের নিজেদের সন্তানদের ভক্ষণ করে। ঠিক যেমন সর্প আদি প্রাণীরাও কখনও কখনও করে থাকে। সম্প্রতি কলিযুগে রাক্ষস পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদের গর্ভে হত্যা করছে, এবং কখনও মহাতৃপ্তি সহকারে সেই সমস্ত ভ্রূণ ভক্ষণ পর্যন্ত করছে। এইভাবে বর্তমান যুগের তথাকথিত সভ্যতা রাক্ষস উৎপাদনে ক্রমশ উন্নতি সাধন করছে।

শ্লোক ১৬

স ত্বহং ত্যক্তকারুণ্যস্ত্যক্তজ্ঞাতিসুহৃৎ খলঃ ।
কাঁল্লোকান্ বৈ গমিষ্যামি ব্রহ্মহেব মৃতঃ শ্বসন্ ॥ ১৬ ॥

সঃ—সেই ব্যক্তি (কংস); **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অহম্**—আমি; **ত্যক্ত-কারুণ্যঃ**—নির্দয়; **ত্যক্ত-জ্ঞাতি-সুহৃৎ**—আমি আমার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের পরিত্যাগ করেছি;

খলঃ—নিষ্ঠুর; **কান্ লোকান্**—কোন্ লোকে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **গমিষ্যামি**—গমন করব; **ব্রহ্ম-হা ইব**—ব্রহ্মঘাতীর মতো; **মৃতঃ শ্বসন্**—মৃত্যুর পর অথবা জীবিত অবস্থায়।

অনুবাদ

আমি অত্যন্ত নির্দয় এবং নিষ্ঠুর, তাই আমি আমার সমস্ত আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের পরিত্যাগ করেছি। অতএব, আমি জানি না, ব্রহ্মঘাতীর মতো মৃত্যুর পর অথবা জীবিত অবস্থায় আমি কোন্ লোকে গমন করব।

শ্লোক ১৭

দৈবমপ্যনৃতং বক্তি ন মর্ত্যা এব কেবলম্ ।
যদ্বিশ্রম্ভাদহং পাপঃ স্বসুর্নিহতবাঞ্ছিশূন্ ॥ ১৭ ॥

দৈবম্—দৈব; **অপি**—ও; **অনৃতম্**—মিথ্যা; **বক্তি**—বলে; **ন**—না; **মর্ত্যাঃ**—মানুষ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **কেবলম্**—কেবল; **যৎ-বিশ্রম্ভাৎ**—সেই ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করার ফলে; **অহম্**—আমি; **পাপঃ**—অত্যন্ত পাপী; **স্বসুঃ**—আমার ভগ্নীর; **নিহতবান্**—হত্যা করেছি; **শিশূন্**—অনেক শিশুকে।

অনুবাদ

হায়, কেবল মানুষেরাই মিথ্যা কথা বলে না, এমন কি দৈবও মিথ্যা কথা বলে। আমি এতই পাপাত্মা যে, আমি দৈববাণীতে বিশ্বাস করে আমার ভগ্নীর সন্তানদের বধ করেছি।

শ্লোক ১৮

মা শোচতং মহাভাগাবাত্মজান্ স্বকৃতংভুজঃ ।
জান্তবো ন সদৈকত্র দৈবাধীনাস্তদাসতে ॥ ১৮ ॥

মা শোচতম্—(অতীতে যা ঘটেছে) সেই জন্য শোক করো না; **মহা-ভাগৌ**—হে আত্মজ্ঞানী এবং ভাগ্যশালিনী; **আত্মজান্**—তোমার পুত্রদের জন্য; **স্ব-কৃতম্**—

তাদের নিজেদের কর্মের ফলে কেবল; **ভুজঃ**—কষ্টভোগ করছে; **জান্তবঃ**—সমস্ত জীব; **ন**—না; **সদা**—সর্বদা; **একত্র**—এক স্থানে; **দৈব-অধীনাঃ**—দৈবের নিয়ন্ত্রণাধীন; **তদা**—অতএব; **আসতে**—অবস্থান করে।

অনুবাদ

হে মহাত্মা দম্পতি, তোমাদের সন্তানেরা তাদের অদৃষ্টের অনুরূপ কর্মফল ভোগ করেছে। অতএব তাদের জন্য শোক করো না। দৈবের নিয়ন্ত্রণাধীনে সমস্ত জীবেরা সর্বদা একত্রে অবস্থান করতে পারে না।

তাৎপর্য

কংস তার ভগ্নী এবং ভগ্নীপতিকে *মহাভাগৌ* বলে সম্বোধন করেছে, কারণ যদিও সে তাঁদের সাধারণ সন্তানদের বধ করেছিল, তবুও দুর্গাদেবী তাঁদের সন্তানরূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। দেবকী যেহেতু দুর্গাদেবীকে তাঁর গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তাই কংস দেবকী এবং তাঁর পতি উভয়েরই প্রশংসা করেছিলেন। অসুরেরা দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেব-দেবীদের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণ। তাই কংস তার ভগ্নী এবং ভগ্নীপতির অতি উন্নত স্থিতির প্রশংসা করেছিল। দুর্গা অবশ্যই প্রকৃতির নিয়মের নিয়ন্ত্রণাধীন নন, কারণ তিনি নিজেই হচ্ছেন প্রকৃতির সমস্ত নিয়মের নিয়ন্তা। কিন্তু সাধারণ জীবেরা সেই সমস্ত নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (*প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ*)। তাই, আমরা কেউই দীর্ঘকাল একত্রে থাকতে পারি না। এই প্রকার বাক্যের দ্বারা কংস তার ভগ্নী এবং ভগ্নীপতিকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

শ্লোক ১৯

ভুবি ভৌমানি ভূতানি যথা যান্ত্যপযান্তি চ ।
নায়মাত্মা তথৈতেষু বিপর্যেতি যথৈব ভূঃ ॥ ১৯ ॥

ভুবি—পৃথিবীতে; **ভৌমানি**—ঘট আদি মৃত্তিকা নির্মিত সমস্ত জড় বস্তু; **ভূতানি**—যা উৎপন্ন হয়েছে; **যথা**—যেমন; **যান্তি**—উৎপন্ন হয়; **অপযান্তি**—বিনষ্ট হয়; **চ**—এবং; **ন**—না; **অয়ম্ আত্মা**—আত্মা অথবা চিন্ময় স্বরূপ; **তথা**—তেমনই; **এতেষু**—(জড় উপাদান থেকে উৎপন্ন) এই সমস্ত বস্তুর; **বিপর্যেতি**—পরিবর্তন হয় অথবা বিনাশ হয়; **যথা**—যেমন; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ভূঃ**—পৃথিবী।

অনুবাদ

এই পৃথিবীতে মৃত্তিকাজাত ঘট, পুতুল আদি বস্তু যেমন প্রকট এবং তারপর ভেঙ্গে গিয়ে মাটিতে মিশ্রিত হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তেমনই, বদ্ধ জীবের শরীর বিনষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু জীবাত্মা মাটির মতো অপরিবর্তিত থাকে এবং তার কখনও বিনাশ হয় না (ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে)।

তাৎপর্য

কংসকে যদিও অসুর বলা হয়েছে, তবুও সে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান ভালভাবে অবগত ছিল। পাঁচ হাজার বছর আগে কংসের মতো রাজারা, যাদের অসুর বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু তারা আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানবিহীন আধুনিক যুগের রাজনীতিবিদ এবং কূটনীতিবিদদের থেকে অনেক ভাল ছিল। *বেদে* বলা হয়েছে, *অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ* —জড় দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই। জড় দেহের ছয় প্রকার পরিবর্তন হয়—জন্ম, বৃদ্ধি, স্থিতি, প্রজনন, হ্রাস এবং মৃত্যু, কিন্তু আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। কোন বিশেষ দেহের বিনাশের পরেও দেহের মূল উপাদানগুলির কোন পরিবর্তন হয় না। জীব জড় দেহ ভোগ করে, যার আবির্ভাব এবং তিরোভাব হয়, কিন্তু মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ—এই উপাদানগুলি অপরিবর্তিত থাকে। এখানে মাটি থেকে তৈরি ঘট এবং পুতুলের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। সেগুলি যখন ভেঙ্গে যায় অথবা বিনষ্ট হয়, তখন সেগুলি তাদের মূল উপাদানের সঙ্গে আবার মিশে যায়। যাই হোক না কেন, বস্তুর উৎস একই থাকে।

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, আত্মার বাসনা অনুসারে শরীর নির্মিত হয়। আত্মা বাসনা করে এবং সেই অনুসারে দেহ তৈরি হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাই *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬১) বলেছেন—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।" পরমাত্মা অথবা আত্মা উভয়েরই আদি চিন্ময় স্বরূপের পরিবর্তন হয় না। আত্মার দেহের মতো জন্ম-মৃত্যু আদি পরিবর্তন হয় না। তাই বৈদিক সূত্রে বলা হয়েছে, *অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ*—আত্মা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হলেও, জড় দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

শ্লোক ২০

যথানেবংবিদো ভেদো যত আত্মবিপর্যয়ঃ ।
দেহযোগবিয়োগৌ চ সংসৃতির্ন নিবর্ততে ॥ ২০ ॥

যথা—যেমন; **ন-এবম্-বিদঃ**—(দেহের পরিবর্তন সত্ত্বেও আত্মতত্ত্ব এবং আত্মার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে) অজ্ঞানী ব্যক্তির; **ভেদঃ**—দেহ এবং আত্মার পার্থক্য সম্বন্ধে ধারণা; **যতঃ**—যে কারণে; **আত্ম-বিপর্যয়ঃ**—দেহাত্মবুদ্ধি; **দেহ-যোগ-বিয়োগৌ চ**—বিভিন্ন দেহের সংযোগ এবং বিয়োগের কারণ; **সংসৃতিঃ**—সংসার; **ন**—না; **নিবর্ততে**—নিবৃত্ত হয়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি দেহ এবং আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত নয়, তার দেহাত্মবুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল হয়। দেহ এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুর প্রতি আসক্তির ফলে সে তার পরিবার, সমাজ, এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযোগ এবং বিচ্ছেদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই আসক্তি থাকে, ততক্ষণ তার সংসার-বন্ধন নিবৃত্ত হয় না। (অন্যথা সে মুক্ত।)

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

ধর্ম শব্দের অর্থ 'বৃত্তি'। যে ব্যক্তি অহৈতুকীভাবে এবং অপ্রতিহতভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত (*যতো ভক্তিরধোক্ষজে*), তিনি তাঁর স্বরূপগত চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থিত বলে বুঝতে হবে। কেউ যখন এই স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি সর্বদা চিন্ময় আনন্দ অনুভব করেন। অন্যথা, দেহাত্মবুদ্ধিতে অবস্থিত থাকলে, সংসার ক্লেশ বা জড় জগতের বদ্ধ অবস্থার দুঃখ-দুর্দশা অনুভব করতে হয়। *জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-দুঃখদোষানুদর্শনম্*। দেহকে তার স্বাভাবিক ধর্ম জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির কষ্টভোগ করতে হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি চিন্ময় স্তরে অবস্থিত (*যতো ভক্তিরধোক্ষজে*), তাঁর আর জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি থাকে না। কেউ তর্ক করতে পারে যে, চব্বিশ ঘণ্টা ভগবানের সেবায় যুক্ত ব্যক্তিদেরও তো ব্যাধির দুঃখভোগ করতে দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তিনি ব্যাধিগ্রস্ত নন এবং তাঁকে কষ্টভোগও করতে হয় না; তা না হলে তিনি কিভাবে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা আধ্যাত্মিক

কার্যকলাপে যুক্ত থাকতে পারেন। এই সম্পর্কে গঙ্গায় নোংরা ফেনা অথবা আবর্জনা ভাসার দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। একে বলা হয় *নীরধর্ম* বা জলের ধর্ম। কিন্তু যে ব্যক্তি গঙ্গায় স্নান করতে যান, তিনি এই সমস্ত নোংরা বস্তুগুলির কোন গুরুত্ব দেন না। তিনি তাঁর হাতের দ্বারা সেগুলি সরিয়ে দিয়ে গঙ্গায় স্নান করেন এবং তার সুফল প্রাপ্ত হন। তাই, যে ব্যক্তি চিন্ময় স্তরে অবস্থিত, তিনি ফেনা অথবা আবর্জনা আদি তথাকথিত নোংরা বস্তুর দ্বারা প্রভাবিত হন না। সেই কথা প্রতিপন্ন করে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

"যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবায় রত, তিনি এই জগতে অবস্থানকালেও মুক্ত।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/১৮৭) তাই শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে (*গুরুষু নরমতিঃ... নারকী সঃ*)। শ্রীগুরুদেব বা আচার্য সর্বদাই চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। তাই *হরিভক্তিবিলাসের* নির্দেশ অনুসারে, আচার্যের দেহ আগুনে ভস্মীভূত করা হয় না, কারণ সেই দেহ চিন্ময়। চিন্ময় দেহ কখনও জড় অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

শ্লোক ২১

তস্মাদ্ ভদ্রে স্বতনয়ান্ ময়া ব্যাপাদিতানপি ।
মানুশোচ যতঃ সর্বঃ স্বকৃতং বিন্দতেঽবশঃ ॥ ২১ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **ভদ্রে**—হে ভগ্নী (তোমার সর্বতোভাবে কল্যাণ হোক); **স্ব-তনয়ান্**—তোমার পুত্রদের জন্য; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ব্যাপাদিতান্**—দুর্ভাগ্যবশত নিহত হয়েছে; **অপি**—যদিও; **মা অনুশোচ**—শোক করো না; **যতঃ**—কারণ; **সর্বঃ**—সকলে; **স্ব-কৃতম্**—তার স্বীয় কর্মের ফল; **বিন্দতে**—ভোগ করে; **অবশঃ**—দৈবের বিধান অনুসারে।

অনুবাদ

হে ভদ্রে, হে ভগ্নী দেবকী! সকলেই দৈবের বিধান অনুসারে তার কর্মফল ভোগ করে। তাই, যদিও তোমার পুত্রেরা দুর্ভাগ্যবশত আমার দ্বারা নিহত হয়েছে, সেই জন্য দয়া করে শোক করো না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫৪) বলা হয়েছে—

যজ্জিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম-
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি ।
কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অতি ক্ষুদ্র কীট ইন্দ্রগোপ থেকে শুরু করে দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত সকলকেই তাদের কর্মফল ভোগ করতে হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, কেউ কোন বাহ্যিক কারণে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করছে, কিন্তু প্রকৃত কারণ হচ্ছে কর্মফল। এমন কি কেউ যখন কাউকে হত্যাও করে, তা হলেও বুঝতে হবে নিহত ব্যক্তি এবং হত্যাকারী উভয়েই প্রকৃতির ক্রীড়নক রূপে তাদের কর্মফল ভোগ করছে। তাই কংস দেবকীর কাছে প্রার্থনা করেছে, তিনি যেন এই বিষয়ে গভীরভাবে বিবেচনা করে তাকে ক্ষমা করেন। কারণ সে দেবকীর পুত্রদের মৃত্যুর কারণ নয়, পক্ষান্তরে, তাদের ভাগ্যে তা হওয়ার ছিল। তাই দেবকী যেন পূর্বে যা ঘটেছে সেই জন্য শোক না করে, সেই কথা ভুলে গিয়ে কংসকে ক্ষমা করেন। কংস তার দোষ স্বীকার করে বলেছিল যে, সে যা কিছু করেছিল তা সবই দৈবের নিয়ন্ত্রণাধীনে ঘটেছে। কংস দেবকীর পুত্রদের মৃত্যুর আপাত কারণ হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত কারণ হচ্ছে তাদের পূর্বকৃত কর্ম। এটি বাস্তব সত্য।

শ্লোক ২২

যাবদ্ধতোঽস্মি হন্তাস্মীত্যাত্মানং মন্যতেঽস্বদৃক্ ।
তাবত্তদভিমান্যজ্ঞো বাধ্যবাধকতামিয়াৎ ॥ ২২ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ; **হতঃ অস্মি**—আমি (অন্যের দ্বারা) হত হয়েছি; **হন্তা অস্মি**—আমি (অন্যের) হত্যাকারী; **ইতি**—এই প্রকার; **আত্মানম্**—নিজের; **মন্যতে**—মনে করে; **অ-স্ব-দৃক্**—যে (দেহাত্মবুদ্ধিজনিত অজ্ঞতার ফলে) নিজেকে দর্শন করেনি; **তাবৎ**—ততক্ষণ; **তৎ-অভিমানী**—নিজেকে নিহত বা হত্যাকারী বলে মনে করে; **অজ্ঞঃ**—মূর্খ ব্যক্তি; **বাধ্য-বাধকতাম্**—জড়-জাগতিক বাধ্যবাধকতা; **ইয়াৎ**—চলতে থাকে।

অনুবাদ

দেহাত্মবুদ্ধির ফলে আত্ম-উপলব্ধি রহিত হয়ে, বদ্ধ জীব অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থেকে মনে করে, "আমি হত হয়েছি।" অথবা "আমি আমার শত্রুকে হত্যা করেছি।" মূর্খ ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত এইভাবে আত্মাকে নিহত অথবা হত্যাকারী বলে মনে করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থেকে তার কর্ম অনুসারে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে।

তাৎপর্য

ভগবানের কৃপায় কংস অনর্থক দেবকী এবং বসুদেবের মতো বৈষ্ণবদের নির্যাতন করার ফলে ঐকান্তিকভাবে অনুতপ্ত হয়েছিল, এবং তার ফলে সে চিন্ময় জ্ঞানের স্তর প্রাপ্ত হয়েছিল। কংস বলেছিল, "যেহেতু আমি জ্ঞানের স্তর প্রাপ্ত হয়েছি, তাই আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমি তোমাদের পুত্রদের হত্যাকারী নই, তাই তাদের মৃত্যুর জন্য আমার কোন দায়িত্ব নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি মনে করেছিলাম যে, আমি তোমাদের পুত্রদের দ্বারা নিহত হব, ততক্ষণ আমি অজ্ঞানাচ্ছন্ন ছিলাম, কিন্তু এখন আমি দেহাত্মবুদ্ধিজাত সেই অজ্ঞান থেকে মুক্ত হয়েছি।" *ভগবদ্গীতায়* (১৮/১৭) উল্লেখ করা হয়েছে—

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে ।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥

"আমি কর্তা এই অভিমান যাঁর নেই এবং যাঁর বুদ্ধি কর্মফলে লিপ্ত হয় না, তিনি জগতের সমস্ত প্রাণী হত্যা করলেও হত্যাকারী হন না, বা হত্যা ক্রিয়ার ফলে আবদ্ধ হন না।" এই স্বয়ংসিদ্ধ সত্য অনুসারে কংস আবেদন করেছিল যে, দেবকী এবং বসুদেবের পুত্রদের হত্যা করার জন্য সে দায়ী নয়। সে বলেছিল, "দয়া করে এই প্রকার মিথ্যা, বাহ্য কার্যের জন্য আমাকে ক্ষমা কর এবং সেই জ্ঞানের দ্বারা তোমরাও শান্ত হও।"

শ্লোক ২৩

ক্ষমধ্বং মম দৌরাত্ম্যং সাধবো দীনবৎসলাঃ ।
ইত্যুক্ত্বাশ্রুমুখঃ পাদৌ শ্যালঃ স্বস্রোরথাগ্রহীৎ ॥ ২৩ ॥

ক্ষমধ্বম্—দয়া করে ক্ষমা কর; **মম**—আমার; **দৌরাত্ম্যম্**—নৃশংস কার্যকলাপ; **সাধবঃ**—তোমরা দুজন সাধু ব্যক্তি; **দীন-বৎসলাঃ**—দীন এবং দুর্গতদের প্রতি

অত্যন্ত কৃপালু; **ইতি উক্ত্বা**—এই বলে; **অশ্রু-মুখঃ**—অশ্রু প্লাবিত মুখে; **পাদৌ**—পায়ে; **শ্যালঃ**—শ্যালক কংস; **স্বস্রোঃ**—তার ভগ্নী এবং ভগ্নীপতির; **অথ**—এইভাবে; **অগ্রহীৎ**—ধারণ করেছিল।

অনুবাদ

কংস তাঁদের কাছে আবেদন করেছিল, "হে ভগ্নী এবং ভগ্নীপতি, তোমরা উভয়েই অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির, অতএব আমার মতো দীন এবং ক্ষুদ্র হৃদয় ব্যক্তির প্রতি তোমরা কৃপা কর। দয়া করে তোমরা আমার নৃশংস আচরণের জন্য আমাকে ক্ষমা কর।" এই বলে কংস অশ্রুমুখে বসুদেব এবং দেবকীর পায়ে পতিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

যদিও কংস প্রকৃত জ্ঞানের বিষয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলেছিল, কিন্তু তার বিগত কর্ম ছিল অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং নিষ্ঠুর। তাই সে তার ভগ্নী এবং ভগ্নীপতির চরণে পতিত হয়ে, সে যে মহাপাপী সেই কথা স্বীকার করে তাঁদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিল।

শ্লোক ২৪

মোচয়ামাস নিগড়াদ্ বিশ্রব্ধঃ কন্যকাগিরা ।
দেবকীং বসুদেবং চ দর্শয়ন্নাত্মসৌহৃদম্ ॥ ২৪ ॥

মোচয়াম্ আস—কংস তাঁদের বন্ধনমুক্ত করেছিল; **নিগড়াৎ**—লৌহশৃঙ্খল থেকে; **বিশ্রব্ধঃ**—পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে; **কন্যকা-গিরা**—দুর্গাদেবীর বাণীতে; **দেবকীম্**—তার ভগ্নী দেবকীর প্রতি; **বসুদেবম্ চ**—এবং তার ভগ্নীপতি বসুদেবের প্রতি; **দর্শয়ন্**—পূর্ণরূপে প্রদর্শন করে; **আত্ম-সৌহৃদম্**—তার আত্মীয়তা।

অনুবাদ

দুর্গাদেবীর বাণীতে পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে, কংস দেবকী এবং বসুদেবের প্রতি আত্মীয়তা প্রদর্শনপূর্বক তাঁদের লৌহশৃঙ্খলের বন্ধন মুক্ত করেছিল।

শ্লোক ২৫

ভ্রাতুঃ সমনুতপ্তস্য ক্ষান্তরোষা চ দেবকী ।
ব্যসৃজদ্ বসুদেবশ্চ প্রহস্য তমুবাচ হ ॥ ২৫ ॥

ভ্রাতুঃ—তাঁর ভ্রাতা কংসের প্রতি; **সমনুতপ্তস্য**—অনুতপ্ত হওয়ার ফলে; **ক্ষান্ত-রোষা**—ক্রোধ মুক্ত হয়ে; **চ**—ও; **দেবকী**—শ্রীকৃষ্ণের মাতা দেবকী; **ব্যসৃজৎ**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **বসুদেবঃ চ**—বসুদেবও; **প্রহস্য**—হেসে; **তম্**—কংসকে; **উবাচ**—বলেছিলেন; **হ**—অতীতে।

অনুবাদ

দেবকী যখন দেখলেন যে, তাঁর ভ্রাতা পূর্ব নির্ধারিত ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে যথার্থই অনুতপ্ত হয়েছে, তখন তাঁর সমস্ত ক্রোধ দূর হয়ে গিয়েছিল। বসুদেবও ক্রোধমুক্ত হয়ে হেসে কংসকে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

দেবকী এবং বসুদেব উভয়েই ছিলেন অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির, তাই তাঁরা কংসের বর্ণনা অনুসারে মেনেছিলেন যে, সব কিছুই দৈবের প্রভাবে ঘটেছে। দৈববাণী অনুসারে দেবকীর অষ্টম সন্তানের দ্বারা কংসের মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল। তাই, বসুদেব এবং দেবকী দেখেছিলেন যে, এই সমস্ত ঘটনার পিছনে ছিল ভগবানের মহান পরিকল্পনা। ভগবান যেহেতু ইতিমধ্যেই একটি নরশিশুরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যশোদার গৃহে নিরাপদে রয়েছেন, অতএব সব কিছুই ভগবানের পরিকল্পনা অনুসারে ঘটছিল, এবং তাই কংসের প্রতি তাঁদের প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাই তাঁরা কংসের উক্তি স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৬

এবমেতন্মহাভাগ যথা বদসি দেহিনাম্ ।
অজ্ঞানপ্রভবাহংধীঃ স্বপরেতি ভিদা যতঃ ॥ ২৬ ॥

এবম্—হ্যাঁ তা ঠিক; **এতৎ**—তুমি যা বলেছ; **মহা-ভাগ**—হে মহাজন; **যথা**—যেমন; **বদসি**—তুমি বলেছ; **দেহিনাম্**—জীবদের (জড় দেহ ধারণ) সম্বন্ধে; **অজ্ঞান-**

প্রভবা—অজ্ঞানের প্রভাবে; **অহম্-ধীঃ**—এটি আমার স্বার্থ (অহঙ্কার); **স্ব-পরা ইতি**—এটি অন্যের স্বার্থ; **ভিদা**—ভেদ; **যতঃ**—এই প্রকার দেহাত্মবুদ্ধির ফলে।

অনুবাদ

হে মহাজন কংস, অজ্ঞানের প্রভাবেই কেবল মানুষ জড় দেহ এবং অহঙ্কার গ্রহণ করে। এই দর্শন সম্বন্ধে তুমি যা বলেছ তা ঠিক। আত্মজ্ঞানের অভাবে, দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত মানুষেরা "এটি আমার" এবং "এটি অন্যের" এই ভেদভাব সৃষ্টি করে।

তাৎপর্য

ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীনে, প্রকৃতির নিয়মে সব কিছুই আপনা থেকেই সম্পাদিত হয়। কোন কিছুই স্বতন্ত্রভাবে করার প্রশ্ন ওঠে না, কারণ যে ব্যক্তি জড়া প্রকৃতিতে নিজেকে স্থাপন করে, সে পূর্ণরূপে প্রকৃতির নিয়মের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে এই বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় অস্তিত্বে অবস্থিত হওয়া। অজ্ঞানবশতই মানুষ মনে করে, "আমি দেবতা", "আমি মানুষ", "আমি একটি কুকুর", "আমি একটি বিড়াল" অথবা এই অজ্ঞান যখন আরও অধিক হয়, তখন সে মনে করে "আমি ভগবান"। পূর্ণরূপে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করলে, জীবন অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্নই থাকে।

শ্লোক ২৭

শোকহর্ষভয়দ্বেষলোভমোহমদান্বিতাঃ ।
মিথো ঘ্নন্তং ন পশ্যন্তি ভাবৈর্ভাবং পৃথগ্‌দৃশঃ ॥ ২৭ ॥

শোক—শোক; **হর্ষ**—হর্ষ; **ভয়**—ভয়; **দ্বেষ**—দ্বেষ; **লোভ**—লোভ; **মোহ**—মোহ; **মদ**—মদ; **অন্বিতাঃ**—যুক্ত; **মিথঃ**—পরস্পর; **ঘ্নন্তম্**—নাশ করে; **ন পশ্যন্তি**—দেখতে পায় না; **ভাবৈঃ**—এই ভেদভাবের ফলে; **ভাবম্**—ভগবানের সম্পর্কে স্থিতি; **পৃথক্-দৃশঃ**—যে ব্যক্তি সব কিছুই ভগবানের নিয়ন্ত্রণ থেকে পৃথক বলে দর্শন করে।

অনুবাদ

ভেদদৃষ্টি-পরায়ণ ব্যক্তিরা শোক, হর্ষ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ, মদ আদি জড় বৃত্তি সমন্বিত। তারা নিমিত্ত কারণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিরাকরণে ব্যস্ত হয়, কারণ তাদের পরম কারণ ভগবান সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বকারণের কারণ (*সর্বকারণকারণম্*), কিন্তু যে ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, সে নিমিত্ত কারণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিচলিত হয় এবং ভেদভাব বর্জন করতে পারে না। দক্ষ চিকিৎসক যখন রোগীর চিকিৎসা করেন, তখন তিনি রোগের মূল কারণ খোঁজার চেষ্টা করেন এবং সেই মূল কারণের লক্ষণের দ্বারা বিভ্রান্ত হন না। তেমনই ভক্তও কখনও জীবনের বাধাবিপত্তির দ্বারা বিচলিত হন না। *তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৮)। ভক্ত বুঝতে পারেন যে, তিনি যখন দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করেন, সেটি তাঁর পূর্বকৃত পাপকর্মেরই ফল এবং ভগবানের কৃপায় সেই ফল অত্যন্ত লঘু হয়ে গেছে, অর্থাৎ অতি অল্প প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই ভগবান তাঁর পাপকর্মের নিবৃত্তি সাধন করেছেন। *কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাম্* (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৫৪)। ভগবানের রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছেন যে ভক্ত, তাঁকে যে তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করতে হয়, তা কেবল ভগবানের কৃপায় স্বল্প প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্বকৃত পাপের নিবৃত্তি সাধনের জন্য। যদিও ভক্তকে কখনও কখনও পূর্বকৃত ভুলের ফলে রোগে ভুগতে হয়, তবুও তিনি সেই সমস্ত কষ্ট সহ্য করেন এবং সর্বতোভাবে ভগবানের উপর নির্ভর করেন। তাই তিনি কখনও শোক, হর্ষ, ভয়, ইত্যাদি জড় অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হন না। ভক্ত কখনও কোন কিছুই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত দর্শন করেন না। শ্রীল মধ্বাচার্য *ভবিষ্য পুরাণ* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন—

ভগবদ্দর্শনাদ্ যস্য বিরোধাদ্দর্শনং পৃথক্ ।
পৃথগ্‌দৃষ্টিঃ স বিজ্ঞেয়ো ন তু সদ্ভেদদর্শনঃ ॥

শ্লোক ২৮

শ্রীশুক উবাচ

কংস এবং প্রসন্নাভ্যাং বিশুদ্ধং প্রতিভাষিতঃ ।
দেবকীবসুদেবাভ্যামনুজ্ঞাতোঽবিশদ্ গৃহম্ ॥ ২৮ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **কংসঃ**—রাজা কংস; **এবম্**—এইভাবে; **প্রসন্নাভ্যাম্**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **বিশুদ্ধম্**—বিশুদ্ধ; **প্রতিভাষিতঃ**—সম্ভাষিত হয়ে; **দেবকী-বসুদেবাভ্যাম্**—দেবকী এবং বসুদেবের দ্বারা; **অনুজ্ঞাতঃ**—অনুমতি গ্রহণ করে; **অবিশৎ**—প্রবেশ করেছিল; **গৃহম্**—তার প্রাসাদে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—দেবকী ও বসুদেব প্রসন্ন হয়ে এইভাবে নিষ্কপটে কংসকে সম্ভাষণ করলে, কংস তাঁদের অনুমতি নিয়ে তার গৃহে প্রবেশ করেছিল।

শ্লোক ২৯

তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং কংস আহূয় মন্ত্রিণঃ ।
তেভ্য আচষ্ট তৎ সর্বং যদুক্তং যোগনিদ্রয়া ॥ ২৯ ॥

তস্যাম্—সেই; **রাত্র্যাম্**—রাত্রে; **ব্যতীতায়াম্**—অতিবাহিত হলে; **কংসঃ**—রাজা কংস; **আহূয়**—আহ্বান করে; **মন্ত্রিণঃ**—মন্ত্রীদের; **তেভ্যঃ**—তাদের; **আচষ্ট**—জানিয়েছিল; **তৎ**—তা; **সর্বম্**—সমস্ত; **যৎ-উক্তম্**—যা বলা হয়েছিল (যে কংসের হত্যাকারী অন্য কোথাও রয়েছে); **যোগ-নিদ্রয়া**—যোগমায়া দুর্গাদেবীর দ্বারা।

অনুবাদ

তারপর সেই রাত্রি অতীত হলে, কংস তার মন্ত্রীদের আহ্বান করে যোগমায়া তাকে যে কথা বলেছিল (যে তার বিনাশক অন্য কোথাও জন্মগ্রহণ করেছে) তা জানিয়েছিল।

তাৎপর্য

চণ্ডী নামক বৈদিক শাস্ত্রে ভগবানের শক্তি মায়াকে *নিদ্রা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে—*দুর্গা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সমাস্থিতঃ*। যোগমায়া এবং মহামায়ার শক্তি জীবদের জড় জগতে অজ্ঞানরূপী গভীর অন্ধকারে নিদ্রিত রাখে। যোগমায়া বা দুর্গাদেবী কংসকে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সম্বন্ধে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন রেখেছিলেন এবং তাকে বিভ্রান্ত করে বিশ্বাস করিয়েছিলেন যে, তার শত্রু শ্রীকৃষ্ণ অন্য কোথাও জন্মগ্রহণ করেছেন। দেবকীর পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল, কিন্তু ব্রহ্মাকে ভগবান পূর্বে যে কথা জানিয়েছিলেন, সেই পরিকল্পনা অনুসারে, তিনি মা যশোদা, নন্দ মহারাজ, অন্তরঙ্গা সখা এবং ভক্তদের এগারো বছর ধরে আনন্দ দান করার জন্য বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি ফিরে এসে কংসকে বধ করবেন। কংস যেহেতু সেই কথা জানত না, তাই সে যোগমায়ার উক্তি অনুসারে বিশ্বাস করেছিল যে, শ্রীকৃষ্ণের অন্য কোথাও জন্ম হয়েছে, দেবকী থেকে হয়নি।

শ্লোক ৩০

আকর্ণ্য ভর্তুর্গদিতং তমূচুর্দেবশত্রবঃ ।
দেবান্ প্রতি কৃতামর্ষা দৈতেয়া নাতিকোবিদাঃ ॥ ৩০ ॥

আকর্ণ্য—শুনে; **ভর্তুঃ**—তাদের প্রভুর; **গদিতম্**—বাণী; **তম্ ঊচুঃ**—তাকে বলেছিল; **দেব-শত্রবঃ**—দেবতাদের শত্রু অসুরেরা; **দেবান্**—দেবতাদের; **প্রতি**—প্রতি; **কৃত-অমর্ষাঃ**—ঈর্ষাপরায়ণ; **দৈতেয়াঃ**—অসুরেরা; **ন**—না; **অতি-কোবিদাঃ**—অত্যন্ত দক্ষ।

অনুবাদ

তাদের প্রভুর বাক্য শ্রবণ করে ঈর্ষাপরায়ণ, দেবদ্বেষী এবং অনিপুণ অসুরেরা কংসকে এই বলে উপদেশ দিয়েছিল।

তাৎপর্য

দুই প্রকার মানুষ রয়েছে—অসুর এবং সুর।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ ।
বিষ্ণুভক্ত স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্‌বিপর্যয়ঃ ॥

(পদ্ম পুরাণ)

বিষ্ণুভক্ত বা কৃষ্ণভক্তদের বলা হয় সুর বা দেবতা, আর যারা ভক্তদের বিরোধী, তাদের বলা হয় অসুর। ভগবদ্ভক্তেরা সর্ববিষয়ে অত্যন্ত নিপুণ (*যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ*)। তাই তাদের বলা হয় *কোবিদ*, অর্থাৎ 'দক্ষ'। অসুরেরা কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে রাজসিক কার্যকলাপে অত্যন্ত দক্ষ বলে মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে তারা সকলেই মূর্খ। তারা সংযত নয় এবং দক্ষ নয়। তারা যা কিছু করে তা সবই ব্যর্থ। *মোঘাশা মোঘকর্মাণঃ*। *ভগবদ্গীতার* (৯/১২) অসুরদের এই বর্ণনা অনুসারে, তারা যা কিছু করে তা সবই চরমে ব্যর্থ। এই প্রকার ব্যক্তিরা কংসকে উপদেশ দিচ্ছিল, কারণ তারা ছিল তার প্রধান মিত্র এবং মন্ত্রী।

শ্লোক ৩১

এবং চেত্তর্হি ভোজেন্দ্র পুরগ্রামব্রজাদিষু ।
অনির্দশান্ নির্দশাংশ্চ হনিষ্যামোঽদ্য বৈ শিশূন্ ॥ ৩১ ॥

এবম্—এইভাবে; **চেৎ**—যদি তাই হয়; **তর্হি**—তা হলে; **ভোজ-ইন্দ্র**—হে ভোজরাজ; **পুর-গ্রাম-ব্রজ-আদিষু**—সমস্ত নগর, গ্রাম এবং গোচারণ ভূমিতে; **অনির্দশান্**—দশ দিনের মধ্যে যাদের জন্ম হয়েছে; **নির্দশান্ চ**—এবং যাদের বয়স দশ দিন থেকে একটু বেশি; **হনিষ্যাম্**—আমরা তাদের হত্যা করব; **অদ্য**—আজ থেকে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **শিশূন্**—এই প্রকার সমস্ত শিশুদের।

অনুবাদ

হে ভোজরাজ, যদি তাই হয়, তা হলে আজ থেকে আমরা সমস্ত গ্রামে, নগরে এবং গোচারণ ভূমিতে দশদিনের অথবা দশদিন থেকে একটু বেশি বয়সের সমস্ত শিশুদের হত্যা করব।

শ্লোক ৩২

কিমুদ্যমৈঃ করিষ্যন্তি দেবাঃ সমরভীরবঃ ।
নিত্যমুদ্বিগ্নমনসো জ্যাঘোষৈর্ধনুষস্তব ॥ ৩২ ॥

কিম্—কি; **উদ্যমৈঃ**—তাদের প্রচেষ্টার দ্বারা; **করিষ্যন্তি**—করবে; **দেবাঃ**—দেবতারা; **সমর-ভীরবঃ**—যুদ্ধ করতে ভীত; **নিত্যম্**—সর্বদা; **উদ্বিগ্ন-মনসঃ**—যাদের মন উদ্বিগ্ন; **জ্যাঘোষৈঃ**—গুণ আকর্ষণের ধ্বনির দ্বারা; **ধনুষঃ**—ধনুকের; **তব**—আপনার।

অনুবাদ

দেবতারা সর্বদা আপনার ধনুকের গুণ আকর্ষণের শব্দে উদ্বিগ্নচিত্ত। তারা যুদ্ধভীরু এবং উদ্বিগ্নচিত্ত। তাই, তারা আপনার অনিষ্ট করার চেষ্টা করেও কি করতে পারবে?

শ্লোক ৩৩

অস্যতস্তে শরব্রাতৈর্হন্যমানাঃ সমন্ততঃ ।
জিজীবিষব উৎসৃজ্য পলায়নপরা যযুঃ ॥ ৩৩ ॥

অস্যতঃ—আপনার দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণের দ্বারা বিদ্ধ; **তে**—আপনার; **শর-ব্রাতৈঃ**—বাণসমূহের দ্বারা; **হন্যমানাঃ**—নিহত হয়ে; **সমন্ততঃ**—ইতস্তত; **জিজীবিষবঃ**—বাঁচার আশায়; **উৎসৃজ্য**—যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে; **পলায়ন-পরাঃ**—পলায়নরত; **যযুঃ**—যুদ্ধ থেকে পলায়ন করেছিল।

অনুবাদ

আপনার বাণ নিক্ষেপকালে কয়েকজন দেবতা বাণের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে বাঁচার আশায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নরত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৪

কেচিৎ প্রাঞ্জলয়ো দীনা ন্যস্তশস্ত্রা দিবৌকসঃ ।
মুক্তকচ্ছশিখাঃ কেচিদ্ ভীতাঃ স্ম ইতি বাদিনঃ ॥ ৩৪ ॥

কেচিৎ—তাদের কেউ কেউ; **প্রাঞ্জলয়ঃ**—আপনার প্রসন্নতা বিধানের জন্য তাদের হাত জোড় করে ছিল; **দীনাঃ**—অত্যন্ত দীন; **ন্যস্ত-শস্ত্রাঃ**—অস্ত্রবিহীন হয়ে; **দিবৌকসঃ**—দেবতারা; **মুক্ত-কচ্ছ-শিখাঃ**—তাদের বস্ত্র এবং কেশ শিথিল ও বিক্ষিপ্ত হয়েছিল; **কেচিৎ**—তাদের কেউ; **ভীতাঃ**—আমরা অত্যন্ত ভীত; **স্ম**—হয়েছি; **ইতি বাদিনঃ**—তারা এইভাবে বলেছিল।

অনুবাদ

কয়েকজন দেবতা পরাজিত এবং অস্ত্রবিহীন হয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করেছিল এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে আপনার স্তব করেছিল। কেউ কেউ মুক্তকচ্ছ এবং মুক্তকেশ হয়ে আপনার কাছে এসে বলেছিল, "হে প্রভু, আমরা আপনার ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়েছি।"

শ্লোক ৩৫

ন ত্বং বিস্মৃতশস্ত্রাস্ত্রান্ বিরথান্ ভয়সংবৃতান্ ।
হংস্যন্যাসক্তবিমুখান্ ভগ্নচাপানযুধ্যতঃ ॥ ৩৫ ॥

ন—না; **ত্বম্**—আপনি; **বিস্মৃত-শস্ত্র-অস্ত্রান্**—কিভাবে অস্ত্র ব্যবহার করতে হয় তা বিস্মৃত হয়ে; **বিরথান্**—রথবিহীন; **ভয়-সংবৃতান্**—ভয়বিহ্বল; **হংসি**—হত্যা করতে; **অন্য-আসক্ত-বিমুখান্**—যুদ্ধে আসক্ত নয়, পক্ষান্তরে, অন্য বিষয়ে আসক্ত; **ভগ্ন-চাপান্**—ভগ্নধনুক; **অযুধ্যতঃ**—এবং তার ফলে যুদ্ধে বিরত।

অনুবাদ

আপনি যখন দেখলেন যে, দেবতারা রথশূন্য হয়েছে, কিভাবে অস্ত্র ব্যবহার করতে হয় তা ভুলে গেছে, তারা অত্যন্ত ভয়ভীত এবং যুদ্ধে আসক্ত না হয়ে অন্য বিষয়ের প্রতি আসক্ত, অথবা তাদের ধনুক ভেঙ্গে গেছে এবং যুদ্ধ করার সমস্ত ক্ষমতা তাঁরা হারিয়ে ফেলেছে, তখন আপনি তাদের বধ করেননি।

তাৎপর্য

যুদ্ধেরও কিছু নিয়ম রয়েছে। শত্রুর যদি রথ না থাকে, ভয়বশত সে যদি যুদ্ধের কৌশল বিস্মৃত হয়, অথবা যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক হয়, তা হলে তাকে হত্যা করা উচিত নয়। কংসের মন্ত্রীরা কংসকে মনে করিয়ে দিয়েছিল যে, তার শক্তি থাকা সত্ত্বেও সে যুদ্ধের নিয়ম সম্বন্ধে অবগত ছিল, এবং তাই দেবতাদের অক্ষমতার ফলে সে তাদের ক্ষমা করেছিল। মন্ত্রীরা বলেছিল, "বর্তমান সঙ্কটকালীন অবস্থায় এই প্রকার সামরিক নীতি প্রযোজ্য নয়। এখন যে কোন পরিস্থিতিতেই আপনাকে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন।" এইভাবে মন্ত্রীরা কংসকে উপদেশ দিয়েছিল যে, সামরিক নীতি পরিত্যাগ করে, যেভাবেই হোক না কেন শত্রুদের দমন করা তাঁর কর্তব্য।

শ্লোক ৩৬

কিং ক্ষেমশূরৈর্বিবুধৈরসংযুগবিকত্থনৈঃ ।
রহোজুষা কিং হরিণা শম্ভুনা বা বনৌকসা ।
কিমিন্দ্রেণাল্পবীর্যেণ ব্রহ্মণা বা তপস্যতা ॥ ৩৬ ॥

কিম্—ভয়ের কি আছে; **ক্ষেম**—যেখানে যুদ্ধ করার ক্ষমতার অভাব; **শূরৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **বিবুধৈঃ**—এই প্রকার শক্তিশালী ব্যক্তিদের দ্বারা; **অসংযুগ-বিকত্থনৈঃ**—যুদ্ধবিমুখ হয়ে অনর্থক দম্ভ করার দ্বারা; **রহঃ-জুষা**—যে হৃদয়ের অভ্যন্তরে নির্জন স্থানে অবস্থিত; **কিম্ হরিণা**—বিষ্ণুর থেকে কি ভয়; **শম্ভুনা**—শিব থেকে (কি ভয়); **বা**—অথবা; **বন-ওকসা**—যে বনে বাস করে; **কিম্ ইন্দ্রেণ**—ইন্দ্র থেকে কি ভয়; **অল্প-বীর্যেণ**—সে মোটেই শক্তিশালী নয় (আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করার কোন শক্তি তার নেই); **ব্রহ্মণা**—ব্রহ্মা থেকে কি ভয়; **বা**—অথবা; **তপস্যতা**—যে সর্বদা তপস্যারত।

অনুবাদ

দেবতারা যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে থাকে, তখনই কেবল তারা বৃথা দম্ভ করে। যেখানে যুদ্ধ হয় না, সেখানেই তারা তাদের বীরত্ব প্রদর্শন করে। তাই, এই সমস্ত দেবতাদের থেকে ভয় করার কোন কারণ নেই। বিষ্ণু সর্বদা যোগীদের হৃদয়ের নিভৃত স্থানে বাস করে। শিব বনবাসী হয়েছে, আর ব্রহ্মা সর্বদাই তপস্যারত। ইন্দ্র আদি অন্যান্য দেবতারা নিতান্তই শক্তিহীন। অতএব আপনার কোন ভয় নেই।

তাৎপর্য

কংসের মন্ত্রীরা কংসকে বলেছিল যে, সমস্ত মহান দেবতারা তার ভয়ে পালিয়ে গেছে। একজন বনে গেছে, অন্য একজন হৃদয়ের অভ্যন্তরে, এবং অপরজন তপস্যারত। তারা বলেছিল, "অতএব দেবতাদের ভয়ে ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই। আপনি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হোন।"

শ্লোক ৩৭

তথাপি দেবাঃ সাপত্ন্যান্নোপেক্ষ্যা ইতি মন্মহে ।
ততস্তন্মূলখননে নিযুঙ্ক্ষ্বাস্মাননুব্রতান্ ॥ ৩৭ ॥

তথা অপি—তা সত্ত্বেও; **দেবাঃ**—দেবতারা; **সাপত্ন্যাৎ**—শত্রুতাবশত; **ন উপেক্ষ্যাঃ**—উপেক্ষা করা উচিত নয়; **ইতি মন্মহে**—এটি আমাদের অভিমত; **ততঃ**—অতএব; **তৎ-মূল-খননে**—তাদের সমূলে উৎপাটিত করার জন্য; **নিযুঙ্ক্ষ্ব**—নিযুক্ত করুন; **অস্মান্**—আমাদের; **অনুব্রতান্**—যারা আপনাকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত।

অনুবাদ

কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের শত্রুতাবশত দেবতাদের উপেক্ষা না করাই আমাদের অভিমত। তাই তাদের সমূলে উৎপাটিত করার জন্য তাদের সঙ্গে যুদ্ধে আমাদের প্রবৃত্ত করুন, কারণ আমরা আপনার অনুগমন করতে প্রস্তুত।

তাৎপর্য

নৈতিক উপদেশ অনুসারে আগুন সম্পূর্ণরূপে নেভাতে, রোগ সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করতে এবং ঋণ সম্পূর্ণরূপে শোধ করতে কখনও অবহেলা করা উচিত নয়। তা

না হলে সেগুলি বাড়তে থাকবে এবং তখন তাদের নিবারণ করা অত্যন্ত কঠিন হবে। তাই মন্ত্রীরা কংসকে তার শত্রুদের সমূলে উৎপাটিত করতে উপদেশ দিয়েছিল।

শ্লোক ৩৮

যথাময়োঽঙ্গে সমুপেক্ষিতো নৃভি-
র্ন শক্যতে রূঢ়পদশ্চিকিৎসিতুম্ ।
যথেন্দ্রিয়গ্রাম উপেক্ষিতস্তথা
রিপুর্মহান্ বদ্ধবলো ন চাল্যতে ॥ ৩৮ ॥

যথা—যেমন; **আময়ঃ**—রোগ; **অঙ্গে**—শরীরে; **সমুপেক্ষিতঃ**—উপেক্ষা করা হলে; **নৃভিঃ**—মানুষদের দ্বারা; **ন**—না; **শক্যতে**—সক্ষম হয়; **রূঢ়পদঃ**—বদ্ধমূল; **চিকিৎসিতুম্**—চিকিৎসা করতে; **যথা**—যেমন; **ইন্দ্রিয়গ্রামঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **উপেক্ষিতঃ**—প্রথমে বশে না রাখার ফলে; **তথা**—তেমনই; **রিপুঃ মহান্**—এক মহাশত্রু; **বদ্ধ-বলঃ**—সে যদি বলবান হয়; **ন**—না; **চাল্যতে**—বশীভূত করা যায়।

অনুবাদ

রোগ যেমন প্রথম অবস্থায় উপেক্ষা করা হলে বদ্ধমূল হয় এবং তার প্রতিকার অসম্ভব হয়, অথবা ইন্দ্রিয়গুলি যেমন প্রথমে বশীভূত না করা হলে, পরে তাদের বশীভূত করা অসম্ভব হয়, তেমনই শত্রুকে যদি প্রথমে উপেক্ষা করা হয়, তা হলে পরে তাদের পরাভূত করা অসম্ভব হয়।

শ্লোক ৩৯

মূলং হি বিষ্ণুর্দেবানাং যত্র ধর্মঃ সনাতনঃ ।
তস্য চ ব্রহ্মগোবিপ্রাস্তপো যজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ ॥ ৩৯ ॥

মূলম্—আশ্রয়; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **বিষ্ণুঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **দেবানাম্**—দেবতাদের; **যত্র**—যেখানে; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **সনাতনঃ**—সনাতন বা শাশ্বত; **তস্য**—এই আশ্রয়ের; **চ**—ও; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মণ্য সভ্যতা; **গো**—গোরক্ষা; **বিপ্রাঃ**—ব্রাহ্মণ; **তপঃ**—তপস্যা; **যজ্ঞাঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠান; **স-দক্ষিণাঃ**—উপযুক্ত দক্ষিণা সহ।

অনুবাদ

বিষ্ণুই দেবতাদের মূল। যেখানে ধর্ম, সনাতন সংস্কৃতি, বেদ, গাভী, ব্রাহ্মণ, তপস্যা এবং উপযুক্ত দক্ষিণা সহ যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়, সেখানেই তিনি অবস্থান করেন এবং পূজিত হন।

তাৎপর্য

এখানে সনাতন ধর্মের বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ এবং ধর্ম নিহিত থাকে। এই সব বিষ্ণুর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। বিষ্ণুর রাজ্য বা ভগবানের রাজ্য ব্যতীত কেউই সুখী হতে পারে না। *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*—এই আসুরিক সভ্যতায় দুর্ভাগ্যবশত মানুষেরা বুঝতে পারে না যে, মানব-সমাজের প্রকৃত স্বার্থ নিহিত রয়েছে বিষ্ণুতে। *দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ*—এইভাবে তারা নৈরাশ্যে লিপ্ত হয়। ভগবদ্ভক্তি বা কৃষ্ণভাবনামৃত ব্যতীত মানুষ সুখী হতে চায়, কারণ তারা সমস্ত অন্ধ নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, যারা মানব-সমাজকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করছে। কংসের আসুরিক অনুচরেরা মানুষের সুখ এবং সমৃদ্ধির আদর্শে বিঘ্ন সৃষ্টি করে ভগবদ্ভক্ত ও দেবতাদের পরাভূত করতে চেয়েছিল। ভক্ত এবং দেবতাদের প্রাধান্য না হলে অসুরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং মানব-সমাজ এক মহা সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে।

শ্লোক ৪০

তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মবাদিনঃ ।
তপস্বিনো যজ্ঞশীলান্ গাশ্চ হন্মো হবির্দুঘাঃ ॥ ৪০ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **সর্ব-আত্মনা**—সর্বতোভাবে; **রাজন্**—হে রাজন্; **ব্রাহ্মণান্**—ব্রাহ্মণদের; **ব্রহ্ম-বাদিনঃ**—যারা বিষ্ণুকেন্দ্রিক ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুগামী; **তপস্বিনঃ**—তপস্বীগণ; **যজ্ঞ-শীলান্**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীগণ; **গাঃ চ**—গাভী এবং গোরক্ষকগণ; **হন্মঃ**—আমরা হত্যা করব; **হবিঃ-দুঘাঃ**—কারণ তারা যজ্ঞে নিবেদন করার ঘি উৎপাদন করার জন্য দুগ্ধ সরবরাহ করে।

অনুবাদ

হে রাজন্! সর্বতোভাবে আপনার প্রকৃত অনুগামী আমরা যজ্ঞ এবং তপস্যাপরায়ণ বৈদিক ব্রাহ্মণদের হত্যা করব, এবং যজ্ঞের ঘি উৎপাদনের জন্য দুধ সরবরাহ করে যে সমস্ত গাভী, তাদেরও হত্যা করব।

শ্লোক ৪১

বিপ্রা গাবশ্চ বেদাশ্চ তপঃ সত্যং দমঃ শমঃ ।
শ্রদ্ধা দয়া তিতিক্ষা চ ক্রতবশ্চ হরেস্তনূঃ ॥ ৪১ ॥

বিপ্রাঃ—ব্রাহ্মণগণ; **গাবঃ চ**—এবং গাভীগণ; **বেদাঃ চ**—এবং বৈদিক জ্ঞান; **তপঃ**—তপস্যা; **সত্যম্**—সত্য; **দমঃ**—ইন্দ্রিয়-সংযম; **শমঃ**—মনঃসংযম; **শ্রদ্ধা**—শ্রদ্ধা; **দয়া**—দয়া; **তিতিক্ষা**—সহিষ্ণুতা; **চ**—ও; **ক্রতবঃ চ**—এবং যজ্ঞ; **হরেঃ তনূঃ**—ভগবান বিষ্ণুর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ, গাভী, বৈদিক জ্ঞান, তপস্যা, সত্য, মন এবং ইন্দ্রিয় সংযম, শ্রদ্ধা, দয়া, সহিষ্ণুতা এবং যজ্ঞ বিষ্ণুর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ, এবং সেগুলি দৈবী সভ্যতার বিভিন্ন উপকরণ।

তাৎপর্য

আমরা যখন ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করি, তখন আমরা বলি—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন সামাজিক ব্যবস্থায় যথার্থ পূর্ণতা স্থাপন করার জন্য আসেন, তখন তিনি স্বয়ং গাভী এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষা করেন (*গোব্রাহ্মণহিতায় চ*)। এটিই তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য, কারণ গাভী এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষা না হলে, মানব-সভ্যতা সম্ভব নয়, এবং কারও পক্ষেই সুখ এবং শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করার প্রশ্ন ওঠে না। অসুরেরা তাই সর্বদা ব্রাহ্মণ এবং গাভীদের হত্যা করতে তৎপর। বিশেষ করে এই কলিযুগে পৃথিবীর সর্বত্র গোহত্যা হচ্ছে, এবং যখনই ব্রহ্মণ্য সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোন আন্দোলনের সূচনা হয়, তখন জনসাধারণ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাই তারা এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে এক প্রকার 'মগজ ধোলাই' বলে মনে করে। এই প্রকার ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরা কিভাবে ভগবদ্বিহীন সমাজে সুখী হতে পারে? ভগবান তাদের জন্ম-জন্মান্তরে অন্ধকারে নিক্ষেপ করে এবং নিম্ন থেকে নিম্নতম নারকীয় জীবনে অধঃপতিত করে দণ্ডদান করেন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন ব্রহ্মণ্য সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছে, কিন্তু বিশেষ করে যখন তা পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে প্রচার করা হচ্ছে, তখন অসুরেরা নানাভাবে

বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য সহিষ্ণুতা সহকারে আমাদের এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

শ্লোক ৪২

স হি সর্বসুরাধ্যক্ষো হ্যসুরদ্বিড্ গুহাশয়ঃ ।
তন্মূলা দেবতাঃ সর্বাঃ সেশ্বরাঃ সচতুর্মুখাঃ ।
অয়ং বৈ তদ্বধোপায়ো যদৃষীণাং বিহিংসনম্ ॥ ৪২ ॥

সঃ—সে (বিষ্ণু); **হি**—বস্তুতপক্ষে; **সর্ব-সুর-অধ্যক্ষঃ**—সমস্ত দেবতাদের নেতা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অসুর-দ্বিট্**—অসুরদের শত্রু; **গুহাশয়ঃ**—সকলের অন্তর্যামী পরমাত্মা; **তৎ-মূলাঃ**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে; **দেবতাঃ**—দেবতারা বেঁচে আছে; **সর্বাঃ**—তারা সকলে; **স-ঈশ্বরাঃ**—শিব সমেত; **স-চতুঃ-মুখাঃ**—এবং চতুর্মুখ ব্রহ্মা; **অয়ম্**—এই; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ-বধ-উপায়ঃ**—তাকে (বিষ্ণুকে) বধ করার একমাত্র উপায়; **যৎ**—যা; **ঋষীণাম্**—ঋষি, মহাত্মা অথবা বৈষ্ণবদের; **বিহিংসনম্**—নির্যাতন বা হিংসার দ্বারা।

অনুবাদ

সর্বান্তর্যামী সেই বিষ্ণু দৈত্যদের পরম শত্রু এবং তাই তাকে বলা হয় অসুরদ্বিট্। সে মহেশ্বর এবং ব্রহ্মাসহ সমস্ত দেবতাদের নেতা, এবং তারা সকলে তাঁকে আশ্রয় করে বর্তমান। ঋষি, মহাত্মা এবং বৈষ্ণবেরাও তার উপর নির্ভর করে থাকে। তাই, বৈষ্ণবদের হিংসা করাই বিষ্ণুকে বধ করার একমাত্র উপায়।

তাৎপর্য

দেবতা এবং বিশেষ করে বৈষ্ণবেরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিভিন্ন অংশ, কারণ তাঁরা সর্বদাই তাঁর আজ্ঞা পালন করেন (*ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ*)। কংসের আসুরিক অনুচরেরা মনে করেছিল যে, যদি বৈষ্ণব, মহাত্মা এবং ঋষিদের উপর অত্যাচার করা হয়, তা হলে বিষ্ণুর দেহ স্বাভাবিকভাবেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই তারা বৈষ্ণবদের প্রতি হিংসা করতে স্থির করেছিল। অসুরেরা সর্বদাই বৈষ্ণবদের উপর অত্যাচার করার চেষ্টা করে, কারণ তারা চায় না যে, বৈষ্ণবধর্ম প্রচার হোক। বৈষ্ণবেরা কর্মী, জ্ঞানী এবং যোগীদের অনুপ্রাণিত না করে কেবল ভগবদ্ভক্তির প্রচার করেন, কারণ কেউ যদি জড় জগতের বদ্ধ অবস্থা

থেকে মুক্ত হতে চান, তা হলে তাঁকে অবশ্যই বৈষ্ণব হতে হবে। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এই তত্ত্বদর্শনের দ্বারা পরিচালিত, এবং তাই অসুরেরা সর্বদা তা দমন করার চেষ্টা করে।

শ্লোক ৪৩

শ্রীশুক উবাচ

এবং দুর্মন্ত্রিভিঃ কংসঃ সহ সম্মন্ত্র্য দুর্মতিঃ ।
ব্রহ্মহিংসাং হিতং মেনে কালপাশাবৃতোঽসুরঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **দুর্মন্ত্রিভিঃ**—তার অসৎ মন্ত্রীদের; **কংসঃ**—রাজা কংস; **সহ**—সঙ্গে; **সম্মন্ত্র্য**—গভীরভাবে বিবেচনা করার পর; **দুর্মতিঃ**—কুবুদ্ধি; **ব্রহ্ম-হিংসাম্**—ব্রাহ্মণদের প্রতি হিংসা; **হিতম্**—শ্রেষ্ঠ উপায়; **মেনে**—নির্ধারণ করেছিল; **কাল-পাশ-আবৃতঃ**—যমরাজের নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ; **অসুরঃ**—কারণ সে ছিল একটি অসুর।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—যমরাজের নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ দুর্মতি দৈত্য কংস তার অসৎ মন্ত্রীদের সেই কুমন্ত্রণা বিবেচনা করে, সাধু এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি হিংসা করাই নিজের মঙ্গল সাধনের একমাত্র উপায় বলে নির্ধারণ করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর গেয়েছেন—*আপন করম, ভুঞ্জায়ে শমন, কহয়ে লোচন দাস*। নাস্তিক অভক্তরা সাধু এবং শাস্ত্রের সদুপদেশ গ্রহণ না করে, তাদের নিজেদের পরিকল্পনা অনুসারে খেয়াল-খুশিমতো আচরণ করে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু, কারোরই নিজের পরিকল্পনা নেই, কারণ সকলেই প্রকৃতির নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে, বদ্ধ জীবনে নিজেদের প্রবৃত্তি অনুসারে কর্ম করতে বাধ্য হয়। তাই নিজের মত অনুসারে আচরণ না করে, শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য। তা হলে সে যমরাজের দণ্ড থেকে নিস্তার লাভ করতে পারবে। কংস অশিক্ষিত ছিল না। বসুদেব এবং দেবকীর সঙ্গে তার কথোপকথন থেকে বোঝা যায় যে, সে প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে সব কিছুই জানত। কিন্তু অসৎ মন্ত্রীদের সঙ্গ প্রভাবে সে তার নিজের মঙ্গলের জন্য কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করতে পারেনি। তাই *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্য* ২২/৫৪) বলা হয়েছে—

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥

কেউ যদি তার প্রকৃত কল্যাণ কামনা করে, তা হলে তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্ত এবং সাধু মহাত্মাদের সঙ্গ করা। তার ফলে সে বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হতে পারবে।

শ্লোক ৪৪

সন্দিশ্য সাধুলোকস্য কদনে কদনপ্রিয়ান্।
কামরূপধরান্ দিক্ষু দানবান্ গৃহমাবিশৎ॥ ৪৪॥

সন্দিশ্য—অনুমতি প্রদান করে; **সাধু-লোকস্য**—সাধু ব্যক্তিদের; **কদনে**—উৎপীড়নে; **কদন-প্রিয়ান্**—অন্যদের উৎপীড়নে অত্যন্ত দক্ষ অসুরদের; **কাম-রূপ-ধরান্**—যারা তাদের ইচ্ছা অনুসারে যে কোন রূপ ধারণ করতে পারত; **দিক্ষু**—সর্বদিকে; **দানবান্**—দানবদের; **গৃহম্ আবিশৎ**—কংস তার প্রাসাদে প্রবেশ করেছিল।

অনুবাদ

কংসের অনুচর এই সমস্ত অসুরেরা অন্যদের, বিশেষ করে বৈষ্ণবদের উৎপীড়নে অত্যন্ত দক্ষ ছিল। তারা তাদের ইচ্ছা অনুসারে যে কোন রূপ ধারণ করতে পারত। কংস এই সমস্ত অসুরদের সর্বত্র গমন করে সাধুদের উৎপীড়ন করার অনুমতি দিয়ে, তার প্রাসাদে প্রবেশ করেছিল।

শ্লোক ৪৫

তে বৈ রজঃপ্রকৃতয়স্তমসা মূঢ়চেতসঃ।
সতাং বিদ্বেষমাচেরুরারাদাগতমৃত্যবঃ॥ ৪৫॥

তে—সমস্ত আসুরিক মন্ত্রীরা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **রজঃ-প্রকৃতয়ঃ**—রজোগুণ সমন্বিত; **তমসা**—তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন; **মূঢ়-চেতসঃ**—মূর্খ ব্যক্তি; **সতাম্**—সাধুদের; **বিদ্বেষম্**—উৎপীড়ন করা; **আচেরুঃ**—আরম্ভ করেছিল; **আরাৎ আগত-মৃত্যবঃ**—আসন্ন মৃত্যু।

অনুবাদ

রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, আসন্ন মৃত্যু অসুরেরা সাধুদের উৎপীড়ন শুরু করেছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (২/১৩) উল্লেখ করা হয়েছে—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"দেহী যেভাবে কৌমার, যৌবন এবং জরার মাধ্যমে দেহের রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনও এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।" দায়িত্বজ্ঞানশূন্য ব্যক্তিরা রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে মূর্খতাবশত এমন সমস্ত কর্ম করে, যা কখনই করা উচিত নয় (*নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম*)। কিন্তু মানুষের কর্তব্য এই প্রকার দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মের ফল সম্বন্ধে অবগত থাকা, যে কথা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৬

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্মং লোকানাশিষ এব চ ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥ ৪৬ ॥

আয়ুঃ—আয়ু; **শ্রিয়ম্**—সৌন্দর্য; **যশঃ**—যশ; **ধর্মম্**—ধর্ম; **লোকান্**—স্বর্গলোকে উন্নতি; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও; **হন্তি**—বিনাশ করে; **শ্রেয়াংসি**—শুভ আশীর্বাদ; **সর্বাণি**—সমস্ত; **পুংসঃ**—মানুষের; **মহৎ-অতিক্রমঃ**—মহাপুরুষদের বিরুদ্ধাচরণ করে।

অনুবাদ

হে রাজন্, কেউ যখন মহাত্মাদের উৎপীড়ন করে, তখন তার আয়ু, সৌন্দর্য, যশ, ধর্ম, আশীর্বাদ এবং স্বর্গলোকে উন্নতি আদি সমস্ত মঙ্গল ও সর্ববিধ শুভ বিনষ্ট হয়ে যায়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'কংসের অত্যাচার' নামক চতুর্থ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।